কেন যীশু ১২ জন পুরুষকে বেছে নিলেন কিন্তু একজন নারীকেও নেননি?

একটি চিহ্নকে পরিপূর্ণ করতে! যে কারনে ঈশ্বর পুরুষদেরকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই একই কারণে তিনি ইহুদিদেরকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই একই কারণে তিনি বারো জনকে বেছে নিয়েছিলেন- নতুন ইস্রায়েলকে তুলে ধরার জন্য! এই "ধরন"-টিকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি দাস, নারী বা পরজাতিদেরকে বেছে নিতে পারেননি। আর কোন আয়োজন তার শ্রোতা সাধারনকে এর অর্থ প্রকাশ করতে পারতো না। তাই যীশু ইচ্ছাকৃতভাবে বারোজন বারোজন ইহুদি পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন যেন তারা আশ্চর্যপূর্ণ, স্বর্গীয় আরোগ্যের বন্য যাত্রা, পাহাড় চূড়ার শিক্ষা, এবং শয়তানের শক্তি জয়ের পরিচালনা দিতে পারে।

মূল শব্দ

"বারো জন"

শিষ্যদের নাকি গোষ্ঠীর দিকে নির্দেশ করে..নাকি যীশুর দিকে?

কয়েক প্রজন্ম পূর্বে, ঈশ্বর নিজেই ইস্রায়েলের বারো বংশকে ৪০ বছর ধরে আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেছিলেন। তার পছন্দ অনুযায়ী যীশু নতুন ইস্রায়েলের দিকে নির্দেশ করেছেন এবং চিহ্নের মধ্য দিয়ে নিজের স্বর্গীয়তা, ইস্রায়েলের নতুন নেতা , আদেশ দান, এবং নিজের রক্তের মাধ্যমে নতুন চুক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন!

আত্মাপূর্ণ সেবক/দাস, কর্তৃত্বকারী নেতা নয়

১২ জন পুরুষ শিষ্য থাকা অর্থ এই নয় যে এখন নারীরা ঈশ্বর প্রদত্ত দান থাকা স্বত্ত্বেও যীশুর সেবা করা থেকে নিষিদ্ধ থাকবে। যীশু এই বারো জনকে কখনোই নেতা বা পালক বলেননি। তিনি তাদেরকে বন্ধু ও দাস বলেছেন ও পরজাতীয়দের মতো ক্ষমতার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দিতাকে তিরস্কার করেছেন(মার্ক ১০:৪২-৪৫)। এই বারোজন প্রেরিত হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু পৌল, সীল ও বার্ণবাকেও সেই একই আখ্যা দেয়া হয়েছিল। (রোমীয় ১৬:৭)। (ওয়ান পেজার দেখুন, আপনি কি আমাকে একটি ভাল উদাহরণ দেখাতে পারেন যেখানে একজন নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে?) কিন্তু যীশুর মৃত্যুর ৫০ দিন পর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো কিছু ঘটে, যা ঈশ্বর লোকদের সাথে কিভাবে সম্বন্ধ করেন তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি কি ছিল?

পঞ্চাশত্তমীর দিনে, প্রেরিত পৌল প্রেরিত ২:১৭-১৮ পদে যোয়েল ভাববাদীর একটি ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধৃত করে বলেন:

> *"শেষকালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন; আমি মর্ত্য মাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব;*
>
> *তাহাতে তোমার **পুত্রগণ ও তোমার কন্যাগণ** ভাববাণী বলিবে, আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপন দেখিবে, আবার আমার দাসদের উপরে ও আমার দাসীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার আত্মা সেচন করিব, আর তাহারা ভাববাণী বলিবে।"*

যখনই পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করা শুরু করেছে তখন থেকে আর ১২ জনের চিহ্ন ধরে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। যিহূদা মারা যাওয়ার পর এগারোজন শিষ্য পঞ্চাশত্তমীর আগে আরেকজনকে যোগ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যাকোব (প্রেরিত ১২:১-২) ও অন্যান্য শিষ্যরা মারা গেলে তারা আর নতুন কাউকে যোগ করেনি। একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, আদি মন্ডলী "বারোজন, ইহুদি পুরুষ"- এসবের উর্ধ্বে আরো বৃহৎ দর্শন নিয়ে শুরু হয়েছে!

সমগ্র জাতির শিষ্য, সমগ্র বিশ্বাসীদের যাজকত্ব

প্রাথমিকভাবে যীশু ইহুদি জাতির মধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শিষ্য ইহুদি ছিল। কিন্তু মহান আদেশ ও পঞ্চাশত্তমী এর সব কিছু পরিবর্তন করে দেয়। এখন শিষ্যেরা উঠে আসছে সমস্ত জাতি থেকে, সমস্ত জাতির জন্য কারণ পবিত্র আত্মা মন্ডলীকে শক্তিশালী করছেন। আগে যাজকত্ব ছিল শুধু লেবীয় পুরুষদের, এখন সমগ্র বিশ্বাসীরা তাঁর যাজক (১ পিতর ২:৪-৫) ।

"বারোজন" চিহ্ন পরিপূর্ণ হয়েছে। চলুন, সমস্ত জাতিকে শিষ্য করি, কারণ এখন আমরা এখন পবিত্র জাতি ও যাজকের রাজ্য!"

উপসংহার

যীশু বারো জন ইহুদি পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন চিহ্ন পূরণ করতে, নতুন ইস্রায়েলকে নির্দেশ করতে এবং তাকে নেতা হিসেবে প্রকাশ করতে(ঈশ্বর)। পঞ্চাশত্তমীর পর এটি একটি নতুন দিন। এখন পবিত্র আত্মা সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন। এখন কেউই যীশুর সেবা করার অযোগ্য নয়- সে হোক দাস বা মুক্ত, ইহুদি বা পরজাতি, পুরুষ বা নারী।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?